১৭ জানুয়ারি, ২০১৪

মন্ত্রীর কি উচিত পুলিসকে খবরদারি করা?

অরুণ জেটলি

বিরোধী দলনেতা, রাজ্যসভা

একজন পুলিস অফিসার কি মন্ত্রীর নির্দেশে চলবে? অবশ্যই নয়। একজন পুলিস অফিসার আইন মোতাবেক কাজ করেন। তাঁর ক্ষমতা হল, অপরাধ ও অন্যান্য আইনের ধারা মেনে তদন্ত, তল্লাশি, গ্রেফতার ও সন্দেহভাজন এবং দোষীর বিচারের ব্যবস্থা করা।

১৯৬৮ সালে বিশিষ্ট ব্রিটিশ বিচারপতি লর্ড ডেনিং নীতি নির্ধারণ করে বলেন:

" আমার বলতে কোনও দ্বিধা নেই যে, এই দেশের প্রতিটি কনস্টেবলের স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করার অধিকার আছে এবং করা উচিত। তিনি রাষ্ট্রের সেক্রেটারির নির্দেশের আওতায় পড়েন না..., আমি মনে করি, দেশের আইন লাগু করার জন্য এই দায়িত্ব পুলিস কমিশনারের এবং প্রতিটি প্রধান কনস্টেবলের। কমিশনারই ঠিক করবেন, অপরাধের কিনারার জন্য পুলিস কর্মীদের কোন জায়গায় মোতায়েন করা হবে যাতে সৎ নাগরিকরা শান্তিতে তাঁদের কাজে যেতে পারেন। সন্দেহভাজন হোক বা না হোক কাউকে ধরপাকড়ের ব্যাপারে তিনিই সিদ্ধান্ত নেবেন, প্রয়োজনে বিচারের ব্যবস্থা করবেন, কিন্তু এসব কাজ করার অর্থ এই নয় যে তিনি কারোর বশংবদ, তিনি শুধু আইনের প্রতি বিশ্বস্ত। রাজার কোনও মন্ত্রীই তাঁকে বলতে পারেন না তিনি কোথায় নজর রাখবেন কি রাখবেন না, একে কাঠগড়ায় তোলো, ওকে তোলো না একথাও বলতে পারেন না। কোনও পুলিস কর্তৃপক্ষই একথা বলতে পারেন না। আইন রক্ষা করার দায়িত্ব তাঁরই। তিনি একমাত্র আইনের প্রতি দায়বদ্ধ।"

ভারতের সুপ্রিম কোর্ট এবিষয়ে নীতি ঠিক করে দিয়েছে বিনীত নারায়ণ (জৈন হাওলা মামলায়)১৯৯৮-এ। একজন পুলিস অফিসার কঠোরভাবে আইনের ধারায় বাঁধা। তাঁর আইনি ক্ষমতার সঙ্গে নাগরিকের স্বাধীনতা ও জীবনযাপনের অধিকারের সামঞ্জস্য করা হয়েছে। যদি তিনি ক্ষমতা প্রয়োগ করতে গিয়ে সুরক্ষাবিধি লঙ্ঘন করেন তাহলে তিনি আইনভঙ্গের দায়ে পড়বেন। আইন মেনে নিয়ম লাগু করার চেয়েও মানুষের স্বাধীনতা রক্ষা করা আরও বড় বিষয়।

অন্যত্র কী ঘটেছে তার সঙ্গে তুলনা করা যাক। ২০০০ সালের ৬ জুলাই তৎকালীন ব্রিটিশ

অন্যত্র কী ঘটেছে তার সঙ্গে তুলনা করা যাক। ২০০০ সালের ৬ জুলাই তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের ১৬ বছরের ছেলেকে লন্ডনের ওয়েস্ট এন্ড থেকে 'মত্ত' ও 'বেসামাল' অবস্থায় গ্রেফতার করা হয়। বাবার নাম বললে অস্বস্তিকর অবস্থা হবে বুঝে তিনি ভুয়ো পরিচয় দেন। তাঁকে চেরিং ক্রশ পুলিস স্টেশনে নিয়ে যায়। প্রধানমন্ত্রী ব্লেয়ার ও তাঁর স্ত্রী চেরী ছেলের জন্য পর্তুগালে অবকাশযাপন থেকে ফিরে আসেন। দায়িত্ববান অভিভাবক হিসেবে তাঁরা ছেলেকে নিতে থানায় যান এবং তাঁকে চূড়ান্ত সতর্ক করে ছেড়ে দেওয়া হয়। পুলিস অফিসারকে ডেকে না পাঠিয়ে নিজের থানায় যাওয়ার মধ্যে কোনও ভুল দেখেননি প্রধানমন্ত্রী ব্লেয়ার। পরে তিনি বলেন, বাবা হওয়া কঠিন কাজ। আর কিছু নয়, প্রধানমন্ত্রীও পুলিসের কাছে ক্ষমতা জাহির করতে পারতেন।

এটা দুঃখজনক যে দিল্লির এক মন্ত্রীর জন্য কয়েকজন বিদেশিনিকে হেনস্থা হতে হয়েছে। তাঁদের মারধর এবং জোর করে ডাক্তারি পরীক্ষা করা হয়েছে। এমনকী শরীরেও তল্লাশি করা হয়েছে। পুলিস নয়, আম আদমি পার্টির ক্যাডাররা একাজ করেছে। যে কোনও সভ্য বিচার ব্যবস্থায় এধরনের বেআইনি কাজের জন্য মন্ত্রী ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হতেন। ওই অবস্থায় অপরিচিত এসিপি বি এস জাখর আইনের সপক্ষে দাঁড়িয়ে মন্ত্রীর নির্দেশ অগ্রাহ্য করেছেন। আমি তাঁকে সম্মান জানাই। আমরা সবাই এসিপি বি এস জাখরকে কুর্নিশ করি।